স্বর্গীয় পরিকল্পনা

মার্ক ৩:৭-১৯

জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে কেবল লক্ষ্য স্থির যথেষ্ট নয়, চাই তার সঙ্গে সেই লক্ষ্য পূরণের উপযুক্ত পরিকল্পনা। বিশ্বকে সুসমাচারের দ্বারা জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, যীশুও স্বর্গীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পার্থিব জীবন এই পরিকল্পনার অংশ মাত্র বা সূচনা মাত্র। তাই, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাঁর পার্থিব জীবন ও পরিচর্যার থেকে তাঁর মনে বেশি পরিকল্পনা ছিল। পার্থিব দায়িত্ব পালন করে পিতার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর অসমাপ্ত কাজের কী হবে? আগামী যুগগুলিতে সুসমাচার কীভাবে প্রচারিত হবে? যীশুর সেই পরিকল্পনা অনুসারে আজও ঈশ্বরের রাজ্য বেড়ে চলেছে — এর ফলস্বরূপ আমি ও আপনি আজ এখানে উপস্থিত। তাই আসুন, আজ আমরা যীশুর সেই পরিকল্পনা সম্বন্ধে শিখি এবং আমাদের দায়িত্ব উপলব্ধি করি।

যীশুর কথা দাবানলের ন্যায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল (৭, ৮ পদ) — অসুস্থদের সুস্থ করার কথা, মন্দ-আত্মাগ্রস্তদের সুস্থ করার কথা, অলৌকিক কাজ করার কথা। তাই, তাঁর কাছে লোকদের ভিড় বাড়তে শুরু করে। বাক্যানুসারে 'বিস্তর লোক' তাঁর কাছে আসে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজন লোকদের, তাঁর কাছে এনেছিল। আজও একইভাবে মানুষের প্রয়োজন আছে, তাঁরা যীশুর কাছে আসবে, যদি আমরা তাদের কাছে বাক্য পৌঁছে দিই। লোকদের ভিড় দেখে যীশু তীর থেকে দূরে যাবার জন্য নৌকার খোঁজ করলেন, যেন সেই নৌকা থেকে তিনি প্রচার করতে পারেন (৯, ১০ পদ)। যীশুর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লোকদের চোখকে মুগ্ধ করে। কেবল মানুষ নয়, এমন কি মন্দ আত্মারাও তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলে স্বীকার করে (১১, ১২ পদ)। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা নিজেদের সমস্যার সমাধানে তাঁর কাছে ছুটে আসে। এমন পরিস্থিতিতে তাঁর স্বর্গীয় পরিকল্পনা অনুসারে আগামী যুগে সুসমাচার প্রচার অব্যাহত রাখতে যীশু তাঁর ১২জন শিষ্যকে মনোনীত করেন। পরিকল্পনার বাস্তবায়নে শিষ্যদের মনোনয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আজ আমরা এই মনোনয়নের কয়েকটি দিক দেখব —

ক। শিষ্যদের আহ্বান (১৩ পদ)

এই পদে আমরা যীশুর সার্বভৌম ইচ্ছা *(Desire)* সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করি। "যীশু যাঁদের ইচ্ছা করলেন, তাঁদের কাছে ডাকলেন।" আপন ইচ্ছানুসারে যীশু তাদের ডাকলেন — ঈশ্বরের মনোনয়ন। আমরা তাঁকে মনোনীত করিনি, তিনি আমাদের মনোনীত করেছেন (যোহন ১৫, ১৬ পদ)। পবিত্র ঈশ্বর আপন ইচ্ছানুসারে তাঁর দয়ায় পাপে জর্জরিত মানুষ আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা চাইলেন। এর দ্বারা আমরা ঈশ্বরের প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করি। ঈশ্বরের এই প্রেমের কথা বাইবেলের প্রতিটি পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল, তাই, বাইবেলকে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের 'প্রেম পত্র' বলা হয়। পাপী মানুষের উদ্ধারার্থে নিজ নিষ্কলুষ পুত্রকে পর্যন্ত বলি দিতে ঈশ্বর অস্বীকার করেননি। যীশু তাদের চেয়েছিলেন, আজও তিনি আমাদের চান।

কেবল ইচ্ছা নয়, যীশু তাদের ডাকলেন *(Calling)*। যাদের তিনি ব্যবহার করতে চান, যীশু তাদের ডেকে থাকেন। আমরা অনেকের দ্বারা বিভিন্ন কাজ করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। কারণ আমাদের ক্ষমতা সীমিত। কিন্তু এই কথা যীশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। সার্বভৌম ইচ্ছানুসারে যীশু আমাদের ডেকে থাকেন। তিনি যখন আমাদের ডাকেন, তখন সেই ডাকে সাড়া দেবার দায়িত্ব *(Response)* তিনি আমাদের দিয়েছেন। তাঁর ডাকে সাড়া দেবার অর্থ, জগৎকে অস্বীকার করা। সেদিন যেমন শিষ্যদের কাছে এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আজও ঠিক একইভাবে বিষয়টি আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। যীশুর ডাকে সাড়া দেবার জন্য তাঁদের নিজেদের তেমন কোনও জাগতিক যোগ্যতা ছিল না — শিক্ষা, সম্পত্তি, আভিজাত্য বা ক্ষমতা। কিন্তু যীশুর প্রতি তাঁদের ভালোবাসা ছিল এবং যীশুর ন্যায় হবার ইচ্ছা ছিল। আজও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

যীশুর ডাকে সাড়া দিতে আমাদের এ দুটি বিষয়ই প্রয়োজন।

খ। শিষ্যদের প্রস্তুতি (১৪, ১৫ পদ)

যীশু তাঁর শিষ্যদের আহ্বান করলেন, যেন তাঁরা যীশুর জীবন *(Life)*, কার্য *(Ministry)* ও ক্ষমতা *ছত্নপ্সভ্রন্দ্বজগ্ন* লোকদের কাছে পৌঁছে দেন। "যেন তাঁহারা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকেন"— কথার অর্থ যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহভাগিতার অধিকারী হওয়া, যেন তাঁরা যীশুর জীবনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন। মানুষের প্রয়োজনে যীশুর পরিচর্যার বিস্তার প্রয়োজন ছিল। তাই, শিষ্যদের জীবনের দ্বারা যীশু নিজের জীবনের পুনরুৎপাদন করতে চাইলেন। আমরা যদি ঈশ্বর-দত্ত ক্ষমতা লাভ করতে চাই, আমাদের প্রয়োজন তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা। আমরা কি তাঁর সহভাগিতায় জীবনযাপন করছি?

"যেন তিনি তাঁদের প্রচার করতে প্রেরণ করেন" কথার অর্থ যীশুর পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করা। তাঁর সুসমাচারের বার্তাবাহক হিসাবে তিনি আমাদের আহ্বান করেছেন। আমাদের কথা, কাজ এবং আদর্শের দ্বারা সুসমাচারের বার্তা প্রচার করতে হবে। "যেন তাঁরা ভূত ছাড়াবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়" কথার অর্থ যীশুর ক্ষমতা লাভ করা। অন্ধ কারের সকল ক্ষমতার উপর যীশু আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন।

গ। শিষ্যদের প্রেরণ (১৬-১৯ পদ)

ইস্রায়েলের ১২ বংশের বিশ্বাসীবর্গের সহভাগিতার *(Plurality)* ন্যায় ১২জন খ্রীস্টানুসারীদের দিয়ে নতুন যুগের সূচনা হল। খ্রীস্টানুসারী আমরা প্রত্যেক ব্যক্তিগতভাবে যেমন যীশুর সঙ্গে সম্পর্কিতযুক্ত, ঠিক তেমনই, একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত। এখানেই মাণ্ড লিক সহভাগিতার প্রয়োজনীয়তা। কেউ হয়তো এমন কথা বলতে পারেন, "খ্রীস্ট বিশ্বাসী হবার জন্য আপনার মণ্ড লীতে যোগ দেবার প্রয়োজন নেই।" একথা সত্য, "আপনাকে মাছ হবার জন্য জলে বাস করার প্রয়োজন নেই"— যদিও তা আমাদের সাহায্য করে। ঈশ্বর চান, মাছ যেন জলে বাস করে, এবং বিশ্বাসীরা অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে সহভাগিতায় বাস করে।

শিষ্যদের এই দলে বিভিন্ন ধরনের *(Diversity)* লোক ছিল। অবশ্য তাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য *(Individuality)* বজায় ছিল।